কোয়ান্টাম মেথড-১১

পাপ কমানোর ডাক

মুফতী শরীফুল আ'জম

ভয়াবহতার বিচারে পাপ হচ্ছে আগুন সমতুল্য। যেভাবে আগুনের ক্ষুদ্রতম স্ফুলিঙ্গ ভস্মীভূত করে দিতে পারে বিশাল জন বসতিকে, অনুরূপ ছোট একটি গুনাহ মানুষকে নিক্ষেপ করতে পারে জাহান্নামের অতল গহবরে। তাই পাপ থেকে পাক-ছাফ, পুতঃ-পবিত্র জীবন একজন মুমিনের একান্ত কাম্য। পাপ কমানো নয় বরং পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া ও পাপ থেকে হাজার মাইল দূরে থাকার দোয়া শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম।

اللهم باعد بينى وبين خطايای كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من خطايای كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلنى من خطايای بالثلج والماء والبرد۔

"হে আল্লাহ আমার ও আমার গোনাহসমূহের মাঝে পূর্বপশ্চিমের দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও। শুভ্রকাপড়ের ময়লা বিদূরিত করার ন্যায় গোনাহ থেকে আমাকে পবিত্র করে দাও। আমার গোনাহসমূহ বরফ, পানি ও হিমশিলা দ্বারা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দাও।" (বোখারী)

এটা হচ্ছে ইসলামের পূর্ণতার একটি নিদর্শন, যেখানে আধুরা নয়, বরং পরিপূর্ণ ক্লিন হওয়ার শিক্ষা বিদ্যমান। এর বিপরীত কোয়ান্টাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বা জীবন দৃষ্টি উদ্ভাবন করেছে তাতে পাপ মুক্ত হওয়ার পরিবর্তে পাপ কমানোর কথা বলা হয়েছে। "কোয়ান্টাম হচ্ছে সেই সায়েন্স অফ লিভিং যা বলে দেয় জীবনটাকে কীভাবে সুন্দর করা যায়। ভুল থেকে কীভাবে দূরে থাকা যায়। পাপ কত কম করা যায়।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব-১/৩০১, কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-১৪৩)

আসলে পাপ সম্পর্কে কোয়ান্টামের কোন ধারণাই নেই, অন্যথায় এমন কথা তারা বলতে পারতো না। পাপতো পাপই এর কম বেশ সবই পরিহারযোগ্য। আংশিক পাপ মুক্ত হওয়ার কথা যেখানে বলা হয় তা পূর্ণাঙ্গ জীবন দৃষ্টি হয় কি করে?

আসলে কোয়ান্টাম যে পাপ কমানোর ডাক দিয়ে যাচ্ছে সেখানে কোন ধরণের পাপ উদ্দেশ্য বা কোন অর্থে তারা পাপ শব্দের প্রয়োগ করছে তা অস্পষ্ট। কুফর-শিরকের মত জঘন্য পাপই যখন কোয়ান্টামের মতে পাপের সংজ্ঞায় পড়ে না। ছোট-খাটো পাপের কথাতো বাদই। গান, বাদ্য আর বেপর্দা তো কোয়ান্টামের অনন্য ভূষণে পরিণত হয়েছে। সাথে রয়েছে আশির্বাদের নামে টিনেজ মেয়েদের মাথায় হাত বুলানোর মত গর্হিত কর্মকাণ্ড। মনে হয় পাপের নতুন কোন সংজ্ঞার প্রচলন তাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনদৃষ্টির লক্ষ্য। কিন্তু পাপ পূণ্যের সংজ্ঞা দেওয়ার মালিক তো আর কোয়ান্টাম নয়, সে এর সংজ্ঞা দেবে কি করে? তাই কুরআন-সুন্নাহর আলোকেই পাপ-পূণ্যের পরিচয় বা সংজ্ঞা জেনে নিতে হবে।

কুফর-শিরক :

কোয়ান্টামের যে প্রবন্ধে পাপ কত কম করা যায় বলে পাপ থেকে বেঁচে থাকার কথা বলা হয়েছে এর কয়েক লাইন পরেই বলা হচ্ছে "কোয়ান্টাম প্রত্যেকের ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করে। প্রত্যেককে উৎসাহিত করে আন্তরিকভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনে"। (কো:উ:-১৪৩) নিজ নিজ ধর্ম পালন করে তো কেহ মুমিন, কেহ কাফির বা মুশরিক হবে। এর প্রতিই যখন কোয়ান্টাম মানুষকে উৎসাহিত করছে তাহলে বোঝা যায় কুফর আর শিরকে লিপ্ত হওয়াটা কোয়ান্টামের মতে কোন পাপ নয়। (নাউযুবিল্লাহ) অথচ পবিত্র কুরআনের ভাষ্যমতে কুফর, শিরক হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্যতম মহাপাপ। ইরশাদ হচ্ছে- "নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহাপাপ।" (সুরা লোকমান-১৩) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, "আর কাফেররাই হলো প্রকৃত যালেম।" (সুরা বাকারা-২৫৪) কুরআনের ভাষায় যা সবচেয়ে মহাপাপ কোয়ান্টামের দৃষ্টিতে তা কোন পাপই নয়। উল্টা তা পালনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হচেছ তাও আবার আন্তরিকভাবে!

কোয়ান্টামের সাধনা মানুষকে পাপমুক্ত করা তো দূরের কথা বরং পাপীকে তার পাপ সাগরের আরো গভীরে নিমজ্জিত করে দেওয়া এই সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট। ইসলামের শিক্ষা একজন পাপিষ্ট গান্দা মানব সন্তানকে পবিত্র আত্মা, আলোকিত এক মর্দে মুমিনে পরিণত করে দেয়। আর কোয়ান্টামের মৌণ সাধনা একজন কাফেরকে কুফর শিরিকের মাঝে আরো পাকাপোক্ত করে দেয়। কোয়ান্টাম এটাকে নিজের গুণাগুণ হিসেবে গর্ব করে প্রচারও করে থাকে। তাদের বইতেই লিখা আছে, নিয়মিত কোয়ান্টামের মৌণ সাধনা একজন খৃষ্টানকে ভাল খৃস্টান হিসেবে সন্তে রূপান্তিরিত করে। একজন হিন্দুকে ভাল হিন্দু হিসেবে ঋষিতে পরিণত করে দেয়। একজন বৌদ্ধ নিয়মিত এই সাধনা করলে খাটি বৌদ্ধ বা ভিক্ষুতে রূপান্তরিত হয়।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/২৩৯)

পাপ কমানোর ডাক আর এই বক্তব্যের

সাথে নুন্যতম সামঞ্জস্য আছে কি না? পাঠক একটু ভেবে দেখুন। যে মেথড কুফর শিরিকের ভিত্তি মজবুত করে, তা পাপ কমানোর মেথড হতে পারা আকাশ-কুসুম ভাবনা ছাড়া আর কিছু নয়। পাগলও এমন অসংলগ্ন কথা বলতে পারে না। এমন দৃষ্টিভঙ্গি কখনো পূর্ণাঙ্গ জীবন দৃষ্টি হতে পারে না। পূর্ণাঙ্গ জীবন দৃষ্টি হবে সেটাই যা মানুষকে কুফর-শিরকসহ অন্যসব পাপ থেকে পবিত্র হওয়ার শিক্ষা দেয়। আর তা হচ্ছে একমাত্র ইসলাম।

কোয়ান্টামের ভাইয়েরা জেনে রাখুন! কুফরের প্রতি সমর্থন ও কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। কোয়ান্টাম পূর্ণাঙ্গ জীবনদৃষ্টি সায়েন্স অফ লিভিং এর নামে কুফরী মতবাদ প্রচার করে যাচ্ছে। এদের সাথে সঙ্ঘবদ্ধ হলে কি পরিণতি হবে পবিত্র কুরআন তার স্পষ্ট প্রমান বহণ করছে।

ইরশাদ হচ্ছে-"আর কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারী করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে। তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষন না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। আল্লাহ দোযখের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন। (সুরা আন নিসা-১৪০) এআয়াতের তাফসীরে বলা হচ্ছে"কুফরীর প্রতি মৌন সম্মতিও কুফরী" আলোচ্য আয়াতের শেষে ইরশাদ হয়েছে– "এমন মজলিস যেখানে আল্লাহ তা'আলার আয়াতও আহকামকে অস্বীকার বিদ্রুপ বা বিকৃত করা হয়, সেখানে হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করলে তোমরা ও তাদের সমতুল্য ও তাদের গোনাহর অংশীদার হবে। অর্থাৎ খোদা না করুন তোমরা যদি তাদের কুফরী কথা বার্তা মনে প্রাণে পছন্দ কর, তাহলে বস্তুত: তোমরাও কাফের হয়ে যাবে। কেননা কুফরী পছন্দ করা ও কুফরী।" (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন) এখানে উল্লেখিত কোন কাজটি কোয়ান্টামে হচ্ছে না? ইসলামকে অপূর্ণাঙ্গ মনে করার দ্বারা এর বহু বিধি-বিধান অস্বীকার করা হচ্ছে, তাকদীরকে অস্বীকার করা হচ্ছে। ফলে এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীস থেকে ঈমান উঠে যাচ্ছে। অসংখ্য আয়াত ও হাদীস কে বিকৃতভাবে 'কুরআন কণিকা' ও 'হাদীস কণিকা'য় ছাপা হয়েছে। এসকল বিষয়ে ইতি পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে তাই এখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। এহেন গর্হিত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত কোয়ান্টামের কাছে প্রশান্তি সুস্বাস্থ্য, সাফল্য ও নিরাময় লাভের আশায় গমন করা তাদের কুফরী মতবাদের সমর্থনের শামীল। কুফর-শিরকের মত মহা পাপ যাদের পাপের সংজ্ঞাতেই পড়েনা ছোট খাটো পাপ তো তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই নয়।

গান-বাদ্য:

কোয়ান্টাম একদিকে পাপ কমানোর ডাক দিচ্ছে অপর দিকে গান-বাদ্য কে সমর্থন দিচ্ছে। শুধু সমর্থনই নয় বরং যে হল রুমে বসে পাপ কমানোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় আর দীর্ঘ সময় ব্যাপী কোর্স করানো হয় তার পুরো সময়টাই বিশেষ মিউজিক বাজিয়ে সকলকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। বিশেষ এই জাদুময়ী মিউজিক প্রতিদিন দশ ঘন্টা লাগাতার শ্রবণের ফলে ব্রেণে এক বিশেষ মেসেজ পৌঁছে যায়। ফলে চারদিনের মাথায় গুরুজীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং তার মায়াবী কণ্ঠে উচ্চারিত প্রতিটি বাক্যে মন মুগ্ধ হয়ে যায়। তাদের এই মিউজিক নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে যে এটা ইসলাম সমর্থন করে কিনা? ইসলামে তো গান-বাদ্য হারাম তাহলে কোয়ান্টামে কেন এটা হচ্ছে? এমন প্রশ্নের জবাবে কোয়ান্টাম নাচ-গান ও অভিনয়ের বৈধতা দিতে গিয়ে বলে "নাচ,গান বা অভিনয় কী কাজে লাগানো হচ্ছে এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। এটা আপনাকে স্রষ্টার দিকে আকর্ষণ করে, না স্রষ্টা থেকে দুরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আমরা যে মিউজিক ব্যবহার করি এটা কি আপনার মনকে প্রশান্ত করে, না মনকে শয়তানের মতো অস্থির করে তোলে, অশান্ত করে। ইসলামে সেই জিনিষটা হারাম যেটা আপনার জন্য ক্ষতিকর, আর সেই জিনিষটা হালাল যেটা আপনার জন্য কল্যাণকর।" (হাজার প্রশ্নের জবাব ১/৫১)

এটাই হচ্ছে কোয়ান্টামের ভয়ংকর রূপ, সম্পূর্ণ মনগড়াভাবে ইসলামের ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো। তাদের এই বক্তব্যের স্বপক্ষে কুরআন-সুন্নাহর কোন দলীল নেই। আছে শুধু খোড়া যুক্তি, ক্ষতিকর নাচ-গান হারাম আর উপকারী হলে হালাল। এক প্রকারের নাচ-গান আর অভিনয় নাকি স্রষ্টার নিকটবর্তী করে? নাউযুবিল্লাহ! এমন কথা বললে ঈমান থাকবে কি করে। নাফরমানী করে স্রষ্টাকে রাজী করা মসকারা ছাড়া আর কি হতে পারে? কোয়ান্টামের প্রশিক্ষণ অনুসারে নাচ, গান বা অভিনয় করা হলে তা হালাল হয়ে যায়, উপকারী হয়ে যায়, মানুষকে স্রষ্টার দিকে আকৃষ্ট করে। এই তো হচ্ছে কোয়ান্টামের পাপ কমানোর সাধনার বাস্তব চিত্র। নাচ-গান, সিনেমার অভিনয় করেও পাপ মুক্ত হওয়ার সনদ পেলে আর লাগে কি? এমন সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া করে কে? তাই গায়ক-গায়িকা আর নায়ক-নায়িকাদের আনাগোনায় কোয়ান্টামের কোর্স মুখরিত থাকে।

ইসলামের সাথে কোয়ান্টামের এই পাপ কমানোর সাধনা চরম সাংঘর্ষিক। ইসলামে নাচ-গান সম্পূর্ণ হারাম।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم،

ويتخذها هزوا، اولئك لهم عذاب مهين (سورة لقمان ٦)

"এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।" (সুরা লোকমান-৬)

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈ ও তাফসীরবিদগণের মতে গান, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক কিসসা-কাহিনীসহ যেসব বস্তু মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও স্মরণ থেকে গাফেল করে সেগুলো সবই لهو الحديث এর অন্তর্ভুক্ত। বোখারী ও বায়হাকী (র.) স্ব-স্ব কিতাবে لهو الحديث এর এ তাফসীরই অবলম্বন করেছেন। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা মদ, জুয়া, তবলা ও সারেঙ্গী হারাম করেছেন। (আবু দাউদ, আহমদ)

অতএব ইসলামে নাচ-গান অভিনয় সবই হারাম করা হয়েছে, এদের জন্য অবমাননাকর শাস্তির ঘোষণা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে এসেছে।

কোয়ান্টামের পাপ কমানোর সাধনা পাপ কমানোর পরিবর্তে উল্টা পাপ কাজে আরো পারদর্শী করে তোলে। নাচ-গান, অভিনয়ের মত খোদার নাফরমানী থেকে ফেরানোর পরিবর্তে এর প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হওয়ার কৌশল শিক্ষা দেয়। যার বাস্তব কয়েকটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হলো-

ক. কোয়ান্টামের কোর্সের ২৫০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট জনৈক অভিনেত্রী নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, "মেডিটেশন করার পর অভিনয়ে আমি অনেক বেশি কনসেনট্রেট করতে পারি। আগে একটা চরিত্রে ঢুকার আগেই হুট করে বেরিয়ে যেতাম আবার সাবা হয়ে যেতাম। দেখা যেতো যে, লাফালাফি করছি, গল্প করছি। পরের বার ওই চরিত্রটা ধারণ করতে আমার অনেক সময় লাগতো। ফলে পারফরমেন্স ভালো হতো না। এখন আমি এটা খুব ভালো করতে পারি। একবার ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে চ্যানেল ওয়ানের একটা লাইভ অনুষ্ঠানে যাবো। রাত ১২ টায় অনুষ্ঠান। উত্তরায় আমার শুটিং থেকে রওনা দিয়েছি রাত ১০ টায়। রাস্তায় এমন অবস্থা যে ১৫ মিনিট মাত্র বাকি, অথচ গুলশানের পথে অর্ধেকও ততক্ষণ যেতে পারিনি। এদিকে টিভির স্ক্রলে আমাদের নাম দেখানো হচ্ছে। কী বিব্রতকর অবস্থা। মনে মনে কোয়ান্টা ধ্বনি করতে লাগলাম এবং আমরা পৌঁছেছিলাম ঠিক সময়েই।" (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-৪০)

খ. কোয়ান্টাম কোর্সের ২২১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট খ্যাতনামা এক নৃত্যশিল্পী নিজের অভিজ্ঞতা এভাবে বর্ণনা করেন "নাচে প্রথমে আমরা একটা গান বা সঙ্গীতের কম্পোজিশন করি। এটা চিন্তার স্তরেই হয়। তারপর বাস্তবে তার প্রতিফলন করি নাচের মুদ্রা তুলে। সেখানেও আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা পারফর্ম করছি কোন কিছু না দেখে না পড়ে। ফলে এক্ষেত্রে ভিজুয়ালাইজেশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এ জিনিষটিই হয় মেডিটেশনে।" (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-৫৯)

গ. ১৮০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট জনৈক সঙ্গীতশিল্পী বলেন "সঙ্গীত প্রতিযোগীতায় তাসখন্দে ৪৮ টি দেশের প্রতিযোগীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩য় স্থান অর্জন করেছিলাম। সেটি ছিলো আমার একটি মনছবি। তখনই মনে হয়েছিলো এ কোর্সটি আরো আগেই করা উচিত ছিলো। কোর্স করার পর থেকে মেডিটেশন আমার দৈনন্দিন জীবনের অংশ।" (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-৪৩)

ঘ. ২৫৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট এক সঙ্গীতশিল্পী বলেন "মেডিটেশন করার পর মিউজিকে এটি কাজে লাগানোর সুযোগ পেয়েছি। যেমন, স্বরায়ন চর্চা করে কণ্ঠের অনুশীলনটি খুব ভালো হচ্ছে। প্রাকটিসে মনোযোগ বেড়েছে। যেতে পারছি মিউজিকের গভীরে। আমার এ পর্যন্ত পাঁচটি এলবাম বেরিয়েছে। এর মধ্যে কোর্সের পর আসা মন ভাসিয়ে দেয় এলবামটি খুব ভালো করেছে। "(কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-৪৮)

এই হলো পাপ কমানোর সাধনার সফলতার সামান্য নমুনা, ৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারকে যা সাড়ম্বরে ছাপা হয়েছে। এদের প্রত্যেকেরই একই অভিজ্ঞতা যে নাচ, গান আর অভিনয়ের মত গুনাহের ক্যারিয়ারে পূর্বের চেয়ে ভালো পারফর্ম করতে পেরেছে কোয়ান্টাম কোর্সের কৃপায়। কোয়ান্টামের সাধনা তাদেরকে এ সকল গর্হিত পাপ কাজে আরো পটু ও দক্ষ করে তুলেছে। কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলো কোন পাপ নয়। তাদের সায়েন্স অফ লিভিং এর মতে এ সকল নাচ-গান আর নৃত্য অভিনয় অশান্ত মনে প্রশান্তি আনয়ন করে তাই বৈধ। অথচ সমাজের একজন সাধারণ বিবেক সম্পন্ন লোকও একথা বুঝতে পারে যে, নাচ-গান আর সিনেমা নাটকের সয়লাবের কারণেই সমাজের অবক্ষয় তরান্বিত হয়েছে। যুবসমাজের চরিত্র ধ্বংস, ব্যভিচার আর ইভটিজিং এর মত ব্যাধি সমাজে স্থান করে নিয়েছে এ ছিদ্র পথেই। আর কোয়ান্টাম আরো বেশি যৌনতা ছড়িয়ে দিতে পারদর্শী করে তুলছে নট-নটিনী আর গায়ক-গায়িকাদের। একদিকে পাপ কমানোর ডাক অপর দিকে বেহায়াপনার পালে হাওয়া দেয়া প্রতারণার শামিল। পাপ কমানো তো দূরের কথা পাপীকে আরো পাপিষ্ট করে গড়ে তুলতেই ভূমিকা রাখছে তাদের এই মেথড।

বেপর্দা-বেহায়াপনাঃ

পাপ কমানোর ডাকে সাড়া দিয়ে নারী-পুরুষ বেপর্দাভাবে কোয়ান্টামের কোর্সে যে ভাবে একত্রিত হচ্ছে তাতে কোন পাপ বোধ জাগ্রত হচ্ছে না। পর্দা যে শরীয়তের একটি ফরয বিধান তা যেন কোয়ান্টিয়ার ভায়েরা বেমালুম ভুলেই গেছেন। পরনারী দর্শন কোয়ান্টামের একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এটা তাদের কাছে পাপের সংজ্ঞায় পড়ে না। সেজে গুজে নারীরা মঞ্চে হাজির হচ্ছে আর সাধু সন্ন্যাসীরা মন নিয়ন্ত্রন করে তাদের চেহারাখানা দর্শন করছে। ইসলাম বাস্তব বিবর্জিত কোন মৌন সাধনা সমর্থন করে না। মন ঠিক রেখে পর নারী দর্শনের পরিবর্তে নারী-পুরুষকে তাদের দৃষ্টি অবণত রাখার শিক্ষা দেয় ইসলাম। আর এটাই সর্বোচ্চ সতর্কতার দাবি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে "মুমিনদেরকে বলুন তারা যা করে, আল্লাহ অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে।" (সুরা আন নুর-৩০-৩১)

নির্লজ্জতা দমন ও সতীত্ব সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে ইসলামের এই পর্দা বিধান। আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্মধ্যে কাম-প্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। এ দুটিকে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করে হারাম করে দেয়া হয়েছে। এতদুভয়ের অন্তর্বতী হারাম ভূমিকাসমূহ যেমন কথাবার্তা শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।(তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

এখানে গুনাহের দুই প্রান্তের কথা উল্লেখ করে তা থেকে বেঁচে থাকার কথা বলা হয়েছে। সূচনা হচ্ছে চোখ তুলে দেখা এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। সূচনা ও পরিণতি উভয়টি হারাম। এর সঙ্গে মাঝের সব কিছু হারাম।

এই আয়াতে প্রদত্ব বিধান আর কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে তফাত কয় সমুদ্রের তা একটু চিন্তা করলেই বুঝে আসে। এহেন পাপ নেই যা কোয়ান্টামে হচ্ছে না। পাপের সূচনা নারী দর্শন যখন তারা বৈধ করে দিয়েছে এর পরিণতি ও তারা ঠেকাতে পারছে না। কোয়ান্টামকে যারা কাছ থেকে দেখেছে, কোর্স করেছে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেছে এমন কোয়ান্টাম ফেরা ভাইদের কাছ থেকে জানা যায় বেপর্দার করুন পরিণতির কথা। কোর্স করতে এসে দেখা, সেই দেখা থেকে পরিচয় অতঃপর প্রেম-প্রণয়ের অনেক কাহিনী। এর বিপরীত পরকীয়ার জেরে সংসার ভঙ্গের মত তিক্ত অভিজ্ঞতাও কোয়ান্টামের ঝুড়িতে বিদ্যমান। আর এসবই হচ্ছে পর্দাহীনতার কুফল।

বাস্তব বিরোধী সাধনা কখনোই ধোপে টেকেনা। বিড়ালের মাথায় চেরাগ রাখার সাধনার ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে, কঠিন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিড়ালকে মাথায় চেরাগ রাখায় অভ্যস্ত করে রাজ দরবারে নিয়ে এসেছিল এক উজির। বাদশাহ পরীক্ষা করার জন্য একটি ইঁদুর সামনে ছেড়ে দিতেই বিড়াল সকল প্রশিক্ষণ ভুলে সভাবজাত আঁচড়নের বহিঃপ্রকাশ করে বসলো। চেরাগ ফেলে এক লাফে ইঁদুরকে জাপটে ধরলো। পর্দাহীন সাধকদের অবস্থাও তাই নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে সকল সাধনা গচ্চা যাচ্ছে। এভাবে পাপ মুক্ত হওয়া যাবেনা। স্থায়ী প্রশান্তি লাভ হবে না। ঈমান আক্বীদা দুরস্ত করে নববী সুন্নাতে পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হলে তবেই পাপ মুক্ত আলোকিত মানুষ হওয়া যাবে।

পরনারী দর্শনের চেয়ে আরো স্পর্শ কাতর ও বড় পাপ হচ্ছে পরনারী স্পর্শ করা। নারীদের মাথায় হাত বুলানোর মত নির্লজ্জ কাণ্ড কোয়ান্টামের পাপের সংজ্ঞায় স্থান পায়নি। এই সর্বনাশী কর্মের নাম দেয়া হয়েছে আশির্বাদ বা দোয়া। গুরুজীর নিজস্ব বক্তব্য থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো।"একবার এক টিনেজ মেয়ের সাথে দেখা। আমাদের এই গ্রাজুয়েট মেয়েটিকে আগে প্রোগ্রামে দেখলেও মাঝখানে দেখছিলাম না। তার সাথে দেখা হওয়ার পর মাথায় হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। কি 'মা', কেমন আছো? জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে কাঁন্না। কেন? কারণ একবার কোন এক প্রোগ্রামে আমার যাওয়ার পথে অনেকের মাথায় হাত রেখেছি, কিন্তু মেয়েটির মাথায় রাখিনি এবং সেটাই তার দুঃখ এবং এই দুঃখ থেকে অভিমান। সেই কারণে গত ছয় মাস সে ফাউন্ডেশনের কোন প্রোগ্রামে আসে নি। আমি মেয়েটিকে বললাম, দেখ মা, এটা হয়তো ভিড়ের মধ্যে হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যদি এটা আমাকে বলতে তাহলে আমি তো কয়েকবার তোমার মাথায় হাত রেখে দোয়া করতাম।" (গুরুজী হাজারো প্রশ্নের জবাব-১/২২৯)

এই হচ্ছে কোয়ান্টামের গুরুজীর কীর্তি। তার মান-ইজ্জত বাঁচাতে হলে বেহায়াপনার সংজ্ঞা নতুন করে ঠিক করতে হবে। আর পাপের নতুন সংজ্ঞার চাহিদা তো আগেই সৃষ্টি হয়েছে। কোয়ান্টামের আত্মশুদ্ধি এমন অশ্লিলভাবেই অংকন করা হয়েছে। অথচ ইসলাম পরনারী দর্শন যেভাবে হারাম করেছে পরনারী স্পর্শকে ও হারাম করেছে। এতসব হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যে সাধনা করা হচ্ছে তা সাইকি পাওয়ার, কমান্ড সেন্টার বা ইএসপির মত অর্জন উপহার দিতে পারে কিন্তু পাপ মুক্ত করে জান্নাতী বানাতে পারবে না।

নারী-পুরুষের সঙ্ঘবদ্ধ ভ্রমণঃ

কোয়ান্টামের পাপ কমানোর ডাকে সাড়া দিয়ে বহু নারী পুরুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে যোগ দেয়। এরই অংশ হিসেবে ঢাকার শান্তি নগর থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বান্দরবানের লামায় ধ্যানযাত্রা অনুষ্ঠানে অংশ নেয় শত শত নারী-পুরুষ। নামে ধ্যানযাত্রা হলেও তা একটি চমৎকার ও রোমান্টিক দেশ ভ্রমণ। ধ্যান সাধনার নামে ভিন পুরুষদের সাথে দলবেধে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো, একই মঞ্চে বসে মেডিটেশন, দরবারানে বসে চা খেতে খেতে গল্প করা, খোলামেলাভাবে জলস্রোত আর ঝর্নায় রোমাঞ্চকর প্রকৃতি স্নান সহ বিভিন্ন প্রোগ্রাম থাকে কোয়ান্টামের এই ধ্যান যাত্রায়। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-১১৭)

সাধনার কথা বলে, প্রশান্তির মুলা ঝুলিয়ে মা-বোনদের নিয়ে এমন ভ্রমনের আয়োজন করে কোয়ান্টাম কি সর্বনাশ করছে তার অংক মেলানোর সময় হয়েছে। যেখানে হজ্বের মত ফরয বিধান আদায় করতে মহিলারা নিজস্ব মাহরাম পুরুষ ছাড়া যেতে পারে না সেখানে কোয়ান্টামের ধ্যান যাত্রায় মহিলাদের গমন কি করে বৈধ হয়। এদেশ তো এখনো পশ্চিমাদের মত হয়নি। যেখানে নারী-পুরুষ কে কার সাথে পর্যটনে বের হচ্ছে তার কোন হিসেব নেই। নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশের মানুষ এমন বেহায়াপনার ধ্যানযাত্রা মেনে নিবে না। কোয়ান্টাম নানান শৃঙ্খল ভঙ্গের শ্লোগান দিয়ে থাকে। এর মধ্যে পারিবারিক শৃঙ্খল ভঙ্গের প্রতি একটু বেশি জোর দেয়া হয়। পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে ইউরোপ-আমেরিকার মত ফ্রি মাইন্ডের সমাজ গড়ার সংকল্প নিয়েই কোয়ান্টামের এই আয়োজন। এর নাম দিয়েছে সৎ সঙ্ঘে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। পরিবার বাদ দিয়ে নিজের স্বামীকে রেখে কোয়ান্টামের সাধু সন্ন্যাসীদের সাথে সঙ্ঘবদ্ধ করতেই পাহাড়ের নিরিবিলি পরিবেশে নিয়ে যাওয়া হচেছ মা-বোনদের। যার ফলে অনেকের পরিবারে ইতিমধ্যে ফাটল ধরে গেছে, প্রশান্তির সাধনা পরিণত হয়েছে অশান্তির অগ্নিকুণ্ডে। আর কেনইবা হবেনা? কোন আত্মমর্যাদাশীল পুরুষ ভিন পুরুষের সাথে নিজ স্ত্রী দলবেধে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো, ঘরের বাইরে রাত কাটানো, আশির্বাদের নামে গুরুজী কর্তৃক মাথায় হাত বুলানো, আর ঘন্টার পর ঘন্টা বিভিন্ন প্রোগ্রামে, সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কাটানো কি পছন্দ করতে পারে? এর অত্যাবশ্যম্ভাবী পরিণত হচ্ছে পারিবারিক অশান্তি আর বিচেছদ। বাস্তব কয়েকটি চিত্র কোয়ান্টামের বই থেকে তুলে ধরা হচ্ছে।

ক. কোয়ান্টামের যে কোনো প্রোগ্রামে আসার আগে বাসায় যে ঝামেলা হয় বা বাধা হয়, শান্তি লাগে না। এই বাসার বৃত্তটা ভাঙ্গবো কীভাবে? গুরুজী, সুন্দর বুদ্ধি দিলে উপকৃত হবো।" (হা.প্র. জ.১/৪৫)

খ. শ্বশুর বাড়ীতে অনেক অবহেলিত হই, ফাউন্ডেশনে আসা তারা পছন্দ করেন না। এ ক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?" (হা.প্র.জ.১/৪৬)

গ. "আমার স্বামী একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হওয়া সত্ত্বেও আমার মেডিটেশন করায় বাধা দেয়। কোয়ান্টামের কার্যক্রমে আসা নিয়ে প্রায়ই অশান্তি করে এবং নানা রকম কটুক্তি করে। আমার কী করা উচিত?" (হা. প্র. জ.১/৪৭)

কোয়ান্টামে গমনের ফলে পরিবারে যে সমস্যা হচ্ছে তার সমাধান কামনা করে গুরুজীর কাছে প্রশ্ন করেছেন কয়েকজন মহিলা।

কোয়ান্টামের সফলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এসব ঘটনা। এমন আরো অসংখ্য পারিবারিক অশান্তির হৃদয় বিদারক কাহিনী রয়েছে। এটাকেই বলে "বদলে গেছে লাখো জীবন"!!

এভাবে পরিবারের বৃত্ত ভেঙ্গে কোয়ান্টামের সাধকদের সাথে সঙ্ঘবদ্ধ করাই ওদের টার্গেট কি না ভেবে দেখা দরকার। নারী হয়ে ঘরের বাইরে সাধনায় লিপ্ত হলে বাসায় ঝামেলা হবেই। কোন ভদ্র পরিবার পুত্র বধুর বাইরে বিচরণ, ভীনপুরুষের দলে পাহাড় ঝর্ণায় ঘুরে বেড়ানো পছন্দ করতে পারে না। স্বামীকে রেখে সাধু-সন্ন্যাসীর প্রোগ্রামে সময় কাটালে কটুক্তি শুনতেই হবে।

যে গুরুজীর চক্রে পড়ে অশান্তি হলো আবার সমাধানও তার কাছেই কামনা করা নির্বুদ্ধিতা নয় কি? মুরগীর বুদ্ধি নিয়ে চললেও তো পারিবারিক এই অশান্তি রোধ করা যেতো। শিয়ালের আগমন টের পেয়ে বুদ্ধিমতী মুরগী গাছের ডালে আশ্রয় নিল। ধুর্ত শিয়াল ফন্দি অটল তাকে ধরার। বলল, ভগ্নি নিচে নেমে এসো আমরা নামায আদায় করি। মুরগী, যার যার মত আদায় করে নাও বলে নিচে নামতে অস্বীকৃতি জানায়। শিয়াল বলে নামায সংঘবদ্ধভাবে জামাত ছাড়া আদায় হয়না। মুরগী বলে আযান ছাড়াতো জামাত হয়না, তাহলে প্রথমে তুমি আযান দিয়ে দাও। মুরগীর লোভে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য শিয়াল হুক্কাহুয়া ডাক দিতেই মনিবের মুরগী রক্ষায় কুকুর ছুটে এলো। শিয়ালের মিষ্টি কথায় সাড়া দিলে কি ক্ষতি হবে মুরগী বুঝতে পারলেও কোয়ান্টামের পাপ মুক্তির ডাকে সাড়া দিলে কি ক্ষতি হবে তা আমাদের মা-বোনেরা বুঝলনা। বড়ই আফসোস হয় তাদের বুদ্ধি বিবেচনা দেখে।

পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখতে ঘরকে শান্তির নীড় বানাতে পর্দার বিধান দিয়েছে ইসলাম। হারাম করেছে মাহরাম

পুরুষ ছাড়া দেশ ভ্রমণ। পর্দা ছাড়া পরিবার সুশোভিত হয় না আর পরিবার ছাড়া জীবন সুখময় হয় না। প্রশান্তির খোঁজে বেপর্দা-বেশরা কোয়ান্টামে গমন আর পাহাড় ঝর্নায় রোমান্টিক ধ্যান যাত্রায় অংশ গ্রহণ করলে পারিবারিক অশান্তি আরো বৃদ্ধি পাবে।

হাদীসে পাকে বলা হয়েছে মাহরাম ছাড়া কোন নারী যেন দুর-দুরান্ত গমন না করে। (বুখারী ও মুসলিম)

عن ابن عباسؓ قال قال النبى ﷺ لاتسافر المرأة الا مع ذى محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم (الصحيح للبخارى رقم الحديث ١٨٦٢)

عن ابن عمرؓ ان رسول الله ﷺ لاتسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم (الصحيح لمسلم رقم الحديث ١٣٣٩)

এভাবে নারীদের ভ্রমন ইসলামে মহা পাপ। অথচ কোয়ান্টামের মতে এগুলো কোন পাপই নয়। বরং পাপ মুক্তি একটি উচ্চমানের সাধনা হচ্ছে লামার কোয়ান্টায়ন। তাদের এই সাধনায় পাপমুক্ত হওয়া তো দূরের কথা শত শত নারীর খোলামেলা ভাবে পাহাড়ী ঝর্ণায় গোসলের দৃশ্য গোটা পরিবেশকে কলুষিত করে তোলে।

ভাস্কর্য নির্মাণঃ

পাপ কমানোর ডাক শুনে যারা বান্দরবানের লামায় অবস্থিত কোয়ান্টামের দুদিনের ধ্যানযাত্রায় গমন করেন তখন সর্বপ্রথম নাফরমানীর যে দৃশ্যটি চোখে পড়ে তা হচ্ছে হাতির ভাস্কর্য। এক প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য– "এবড়োখেবড়ো পথ পাড়ি দিয়ে ঘন্টাদেড়েক পরে কোয়ান্টামের প্রবশেদ্বারে সালাম তোরণের সামনে যখন চাঁদের গাড়ি থামে, তখন আর কারো চোখে ঘুম নেই। ঢুকেই অবাক হওয়ার পালা। একি! এই দিনের বেলায় হাতির পাল এলো কোত্থেকে! ধাওয়া করবে নাকি? আরে এতো দেখি ভাস্কর্য। কিন্তু এ তো বাস্তবের মতো" (কো. উচ্ছ্বাস-১১৭)

কোয়ান্টামে ইসলাম বিরোধী কিছু নেই বলে আস্ফালন করা হয়, ভাস্কর্য নির্মাণ কি ইসলাম বিরোধী নয়? আসলে কোয়ান্টামের প্রথম চার দিনের কোর্সে যাদুর যে সাইকিক বর্ম দিয়ে মানুষকে আচ্ছাদন করে ফেলা হয় এরপর আর তাতে ইসলাম বিরোধী কিছু নজরে আসেনা। যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির মত তাদের সব অপকর্ম দেখে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যায় সকলে। তবে কেহ সত্য সন্ধানী হলে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তার সঙ্গ দেয়। যাদুর বলয় থেকে সে বেড়িয়ে আসতে সক্ষম হয়।

ইসলামে ভাস্কর্য নির্মাণ মহাপাপ। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি কোন ভাস্কর্য নির্মাণ করবে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিবসে সেই ভাস্কর্যে প্রাণ দেয়া পর্যন্ত তাকে আযাব দিতে থাকবেন, আর সে কিছুতেই তাতে প্রাণ সঞ্চালন করতে সক্ষম হবে না।" (বুখারী শরীফ হা.২২২৫)

"নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ভাস্কর্য নির্মাতাদের আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেবেন। "(বুখারী শরীফ হা.৫৯৫০)

"নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাস্কর্য নির্মাতাদের অভিসম্পাত করেন"। (বুখারী-৫৯৬২)

আসুন এবার মিলিয়ে দেখি কোয়ান্টামের দাবি আর কুরআন-সুন্নাহর বাণীর মাঝে তফাত কয় সমুদ্রের। একদিকে ওরা পাপ কমানোর আহ্বান করে সাধুর ভান করছে, অপরদিকে কুফর-শিরক থেকে আরম্ভ করে ছোট বড় সব রকমের পাপের বৈধতা দিচ্ছে ও সমর্থন যোগাচ্ছে। আবার জ্ঞান পাপীর পরিচয় দিতে এ সকল পাপ ও গর্হিত কর্মকাণ্ডকে ইসলাম সম্মত বলে মিথ্যা দাবী করছে। কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সব হারামকে হালাল বানানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

কোয়ান্টামের ভালো দিকঃ

মদ ও জুয়ার মাঝে (হারাম হওয়ার পূর্বে) যে ভালো দিক রয়েছে তা খোদ পবিত্র কুরআনের মাঝেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তাই বলে এগুলোকে হালাল করা হয়নি। ইরশাদ হচ্ছে-"তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে । বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়।" (সুরা আল বাকারা-২১৯) কোয়ান্টামের অবস্থাও তাই। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এতে কিছু উপকারিতা পরিলক্ষিত হতেও পারে, কিন্তু এর ছদ্মাবরণে কুফুর-শিরকের মত ভয়াবহ কর্মকাণ্ডে এদেশের মুসলমানদের লিপ্ত করা হচ্ছে। সংগোপনে ধ্বংস করা হচ্ছে মানুষের ঈমান। আলোকিত জীবনের হাজার সুত্রের মাঝে অথবা হাজারো প্রশ্নের জবাবে ভালো ভালো উপদেশের ফাঁকে একটি কুফুরী মতবাদ থাকলেই তো সবশেষ। স্ত্রীর সাথে নিরানব্বইটি মিষ্টি কথার সাথে মাত্র একবার ঘৃণিতও নিকৃষ্ট শব্দ'তালাক' উচ্চারণ করলে যেভাবে সব তেতো হয়ে যায়। এক ড্রাম দুধে এক ফোঁটা বিষ একই ভুমিকা রাখে। কোয়ান্টামের ভালো দিকগুলোর কথা অনেকে বলতে চায় এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনাও শোনাতে চায়। কিন্তু সুস্থ বিবেক দিয়ে চিন্তা করলে বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, তাদের ভালো দিকগুলো মূলত ঈমান শিকারের একটি ফাঁদ মাত্র।

একদিকে পাপ কমানোর আহ্বান অপরদিকে এতসব পাপের মহোৎসব কোয়ান্টামের ভণ্ডামীর উজ্জল চেহারা ফুটিয়ে তোলে। তাদের ঈমান বিধ্বংসী চক্রান্ত থেকে আল্লাহ তা'আলা সকলকে রক্ষা করুন।